R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-২৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৩শ বর্ষ, ২৮শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১লা পৌষ বুধবার, ১৩৯৩ সাল। ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৮৬ সাল। | নগদ মূল্য : ৩০ পয়সা বার্ষিক ১৫৲ মাত্র

ভাঙ্গন প্রতিরোধে টালবাহানা ছেড়ে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি নেওয়া দরকার

বিশেষ প্রতিবেদক : অবশেষে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের মিঠিপুর অঞ্চলে পদ্মাভাঙ্গন প্রতিরোধে বাঁধানর কাজ আরম্ভ হলো। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, জঙ্গিপুর সংবাদের ২৩ জুলাই সংখ্যায় "পারকে অকেজো করে ভাঙ্গন এগিয়ে চলেছে" শিরোনামায় একটি বিশেষ সংবাদ পরিবেশিত হয়। ঠিক হয়েছে বাঁধ দবার কাজ দু-পর্য্যায়ে করা হবে। প্রথম পর্য্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে গত ১৭ নভেম্বর থেকে। এই প্রতিবেদক সরজমিনে মিঠিপুরে বাঁধের কাজের জায়গা ঘুরে জানতে পারেন গ্রামবাসীরা ভাঙ্গনের তুলনায় প্রতিরোধের কাজ কিছুই নয় বলে মনে করেন। প্রথম পর্য্যায়ে স্থির হয়েছে মাত্র ১২০০ ফুট বাঁধ দেওয়া হবে। কিন্তু গ্রামবাসী জানালেন বিপন্ন গ্রামের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল খেজুরতলা, সেকেন্দ্রা ও মিঠিপুর গ্রাম তিনটিকে বাঁচাতে হলেও অন্ততঃপক্ষে ৫০০০ ফুট বাঁধ দেওয়া দরকার। অথচ অনেক দিনের টালবাহানার পর সংকার মাত্র ১২০০ ফুট বাঁধার আদেশ দিলেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এরফলে ঐ গ্রামকটির রক্ষাতো হবেই না উপরন্তু পদ্মার জলধারা নঠিক বাঁধা প্রাপ্ত না হওয়ায় সামনের বর্ষায় ঐ ১২০০ ফুটও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মিঠিপুর গ্রামের জনৈক ব্যক্তি মন্তব্য করলেন—১২০০ ফুট বাঁধ দেওয়া হলে গ্রামবাসীদের কোন সুরাহা হবে না তবে ঠিকাদারদের লাভের অঙ্ক বাড়বে। তারা আবার কাজের সুযোগ পাবে। সরকারী কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হয় তাঁরা গ্রামবাসীর বিপদের দিকটা উপেক্ষা করে ঠিকাদারদের পকেট ভড়াতে তথা কর্মকর্তাদের পকেট ভারী করতেই বেশী ব গ্র। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা দাবী জানান—এখনই সরকারী পর্য্যায়ে ১২০০ ফুটের কাজ পরিবর্ধিত করে প্রয়োজনীয় ৫০০০ ফুট কাজের আদেশ দেওয়া হোক। আরও খবর—ভাঙ্গনরোধের প্রয়োজনীয় কাজের ব্যয়বরাদ্দের টাকা মঞ্জুর করার ক্ষমতা ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্টের জেনারেল ম্যানেজার টি, রাজারামকে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার নাকি এই কাজের জন্য ১৫ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা মঞ্জুর করেছেন। '৮৭ সালের জন্য বরাদ্দ (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

বিচারের বাণীকে নিভৃতে কাঁদিয়ে চাষীর ধান কেটে নেওয়া হ'ল

বিশেষ প্রতিবেদক : সংবাদে প্রকাশ সাগরদীঘি থানার নওপাড়া মৌজার প্রভাত ঘোষ, অনিল ঘোষের মালিকানাধীন রায়তী-স্বত্ব জমির ধান কেটে নিচ্ছে সি, পি, এম পার্টির স্থানীয় নেতা দোল মণ্ডলের লোকেরা। জবর দখল কাটনেওয়ালাদের দাবী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধিকার বলে তারাই জমির মালিক ও তা'রাই এ ধান চাষ করেছে। ঘটনার তদন্তে জানা যায় এই গোলমালের মূলে সাগরদীঘি জে, এল, আর, ওর এক নির্দেশ। ঐ নির্দেশে তিনি রাবণ হাঁসদা প্রমুখকে এক রায়তী পাট্টা দেন। কিন্তু যখন পাট্টা দেওয়া হয় তখন তিনি জানতেন ঐ জমির পাট্টা দেওয়ার অধিকার তাঁর নেই। কেননা ঐ জমির রায়তী মালিকানা নিয়ে হাইকোর্টে একটি মামলা রয়েছে। উপরন্তু ওদের উচ্ছেদ করে অন্য কয়েকজনের মধ্যে রায়তী পাট্টা দেবার চক্রান্তে স্থানীয় সি, পি, এম পার্টির অপচেষ্টার বিরুদ্ধেই ঐ মামলা রুজু হয়। এমনকি কিছুদিন পূর্বে জবরদখল নেবার চেষ্টার বিরুদ্ধেও অনিলরা জঙ্গিপুর এক্সিকিউটিভ কোর্টে নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করে আর একটি মামলা দায়ের করে (নং ১৮৯ এম/৭৯) এবং সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সাগরদীঘির জে, এল, আর, ওর কাছে একটি রিপোর্ট চাওয়া হয়। এ সমস্ত জানা সত্ত্বেও তিনি কি করে রাবণ হাঁসদা প্রমুখকে রায়তী পাট্টা দিলেন তা রহস্যজনক। অবশ্য তিনি ঐ পাট্টায় উল্লেখ করেন ১৮৯ এম/৭৯ নং মামলার রায় না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ নতুন পাট্টা কার্যকরী হবে না। পরবর্তীকালে ঐ মামলায় অনিল প্রমুখ জয়লাভ করে ও এস, ডি, ও বরাবর জে, এল, আর, ওর দেওয়া নতুন পাট্টা প্রত্যাহার করে নেওয়ার অনুরোধ জানায়। কিন্তু এক বৎসর পার হয়ে গেলেও পঃ বঃ সরকারের ভূমি সংস্কার আইনের ৪৯ (২) ধারা মোতাবেক আবেদনটির কোন শুনানী হয়নি। এদিকে (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

মহকুমা সদর হাসপাতাল পাতালে ডুবছে কার পাপে ?

রঘুনাথগঞ্জ : সম্প্রতি জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালের নৈরাশ্যজনক সংবাদে সাধারণ মানুষ দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। বর্ত্তমানে এই হাসপাতালে কোন অপারেশন হচ্ছে না। কারণ সম্বন্ধে জনৈক ডাক্তার জানালেন—যন্ত্রপাতি ষ্টেরিলাইজ করা দুটি মেসিনই বিকল হয়ে গিয়েছে, এ্যান্টিসেপটিক কেমিক্যাল লাইজল ফুরিয়ে গেছে। তার উপর গরম করার ষ্টোভগুলিও অকেজো। এর ফলে কিছুদিন থেকে অপারেশন করার পর ডাক্তাররা সেপটিকের পাল্লায় পড়ছেন। তাই তাঁরা এই পরিস্থিতিতে কোন অপারেশন করছেন না। ডেলিভারী বা কোন সার্জিক্যাল কেস এলে বহরমপুর পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু সেখানেও বিড়ম্বনা দেখা দিয়েছে। কয়েক মাস থেকে হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্সটিও অচল হয়ে পড়ে আছে। একটি জিপ গাড়ী ভাড়া করে রোগী পাঠাতে হচ্ছে। তার ব্যয়ভার (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

মান্না দে নাইট নিয়ে কেলেঙ্কারী কাণ্ড

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৬ ডিসেম্বর স্থানীয় স্পোর্টিং ক্লাব আয়োজিত মান্না দে নাইট উৎসব অনুষ্ঠানে পরিচালক মণ্ডলীর গাফলতিতে কেলেঙ্কারী কাণ্ড হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ঐ অনুষ্ঠানে বোম্বের নামী দামী শিল্পী সমন্বয়ের প্রচার করা হয়। টিকিট বিক্রি হয় ৪/৫ হাজার। প্রতিটি টিকিট ১৫ ও ১০ টাকা দামের। কিছু স্পেশাল ২৫ টাকা দামের টিকিটও ছিলো। কিন্তু অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরই জানা যায় মান্না দে ছাড়া আর কোন শিল্পী আসেননি। গুজব রটে পরিচালকরা প্রকৃতপক্ষে আর কোন শিল্পীর সাথে নাকি যোগাযোগই করেননি। সবটাই তাদের ভাঁওতা। ফলে দর্শকরা উত্তেজিত হয়ে উঠে। তবে পুলিশী ব্যবস্থা ভালো থাকাই ও মহকুমা পুলিশ অফিসারের আন্তরিক তৎপরতায় অবস্থা সামাল দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু ততক্ষণে উচ্ছৃঙ্খল কিছু দর্শক টিউবলাইটগুলি (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

১৯৮৬ সালের নতুন চা—গৌহাটী, শিলিগুড়ি ও কলকাতার বাজার দরের সাথে সমতা রক্ষা করে চা ভাণ্ডারে পাওয়া যাচ্ছে "পাইকারী চা"। বেকার ও নতুন ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

ডায়মণ্ড বেকারী
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ড্যারাইটিজ পাউরুটি ও বিস্কুট
প্রস্তুতকারক

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা পৌষ বুধবার, ১৩৯৩ সাল

মহান্ সাফল্য।

বাংলা বর্ণমালার প্রথম দুইটি বর্ণ 'অ' এবং 'আ'—শিশু সহজে শিখিয়া লইতে পারে। অন্যগুলির ক্ষেত্রে কিছু কিছু বাধার সম্মুখীন তাহাকে হইতে হয়। বস্তুত এই বর্ণ দুইটি একই রকম হওয়ায় শিশুকে অ কু? করে এবং তাই সে অল্পায়াসেই উহাদিগকে অধিগত করিতে সমর্থ হয়। আর এই প্রারম্ভিক সরল বর্ণ দুইটি কিন্তু ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলিয়া দেয়। যে সেই দ্বারের মধ্য দিয়া সঞ্চরণের বিপুলক্ষেত্রে আপনাকে উপনীত করে এবং অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা লইয়া আগাইয়া চলে, সে লাভ করে মহান্ উত্তরণ। সরল হইতে ক্রমজটিলতা বর্ণে চিন্তায় ও কর্মে।

দুইটি শিশু—অমিয় এবং আশিস্। বর্ণ পরিচয়ের প্রথম দুই বর্ণ তাদের নামের আদি-অক্ষর। সেই শিশুদের ক্রমবিকাশের পথ নিতান্ত সরল হইতে ক্রমজটিল হইয়া আজ বহু সম্ভারে পরিপূর্ণ হইয়াছে। রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুর আজিকার দিনে এই দুইজনের জন্য গর্ব অনুভব করে। এখানকার অতীতকালের গুণিজন অবশ্যই তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য সর্বজনশ্রদ্ধেয়। বর্তমানে অমিয়কুমার হাটি এবং আশিস্ মুখোপাধ্যায় এতদঞ্চলে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছেন।

অমিয়বাবু ও আশিস্বাবু—উভয়েই চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাধনক্ষেত্রে রহিয়াছেন। ডাঃ অমিয়কুমার হাটি, এম বি, বিএস, পি, এইচ, ডি অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, মেডিক্যাল এনটমলজি; চেয়ারম্যান, ডিভিসন অব প্যারাসিটলজি, ক্যালকাটা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন। ১৯৮৫ সালে বিজ্ঞান সাহিত্যে রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। নিরহঙ্কার, সদালাপী ও পরোপকারী এই মানুষটি সকলের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন।

আশিস্বাবু অমিয়বাবু অপেক্ষা বয়সে ছোট। তিনি এই শহরের প্রয়াত ডাঃ পার্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি এম-বি-বি-এস ও এম-এস পাশ করিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ-ডি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ও-এ-এস ডিগ্রি লাভ করিয়া স্বীয় কৃতিত্বে। পরে জনসন এণ্ড জনসন'-এর ফেলো এবং 'অল ইণ্ডিয়া ইন্-ষ্টিটিউট অব ফিজিক্যাল মেডিসিন এণ্ড রিহ্যা-বিলিটেশন'-এর ডিরেক্টর পদ লাভ করেন। সম্প্রতি তিনি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রকের আদেশ বলে এ্যাডিশন্যাল ডাইরেক্টর জেনারেল অব্ হেল্থ্ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুরের ছেলেরা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করুন এবং সকলের গর্বের বস্তু হোন আমরা এই কামনা করি। আরও বলা যায় যে, এখানকার সুবল হালদার ইষ্টার্ণ রেলের জয়েণ্ট ডাইরেকটার অব্ ট্রাফিক পদে রহিয়াছেন। ইহাও অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অনেকেই জীবনে অনেক বড় হইয়া, তাঁহাদের বাল্য-কৈশোরের অবজ্ঞাত স্থানগুলির পরিচিতি দিতে চাহেন না। ইহা খুবই দুঃখের। অমিয়বাবু, আশিস্বাবু, সুবলবাবু প্রভৃতি সে পথের মানুষ নহেন। এইজন্য তাঁহারা আমাদের নিতান্ত আপনার জন। ইঁহারা সকলেই আপন কর্মনিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের ফলে বড় হইয়াছেন। তাঁহাদের শ্রম, একাগ্র সাধনা আজিকার যুবসমাজের অনুকরণীয়।

আমরা ইঁহাদের উত্তরোত্তর শ্রী-সমৃদ্ধি কামনা করিতেছি।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

বিডিওকে বলছি

সাগরদীঘি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক-এর পদটির নাম পরিবর্তন করলে খুব ভালো হয়, কারণ পদের মধ্যে দেখা যায় উন্নয়নের হাতছানি কিন্তু এই ব্লকের ক্রীড়া উৎসাহীরা সব সময় হচ্ছে প্রবঞ্চিত। বিভিন্ন মিটিং-এর দায়িত্ব ও চিঠিপত্র বি ডি ও অফিসে পাঠানো হয় এস, ডি, ও অফিস থেকে। সেখানে নির্দেশ দেওয়া ছিল ব্লকের মাধ্যমে নাম পাঠাতে হবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কোন ক্লাব এ খবর জানে না, সুযোগ পাওয়াতো দূরের কথা। এ বৎসর ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের ভলি, কাবাডি, এ্যাথলিক বাসকেটবল প্রভৃতি বিষয়ে নামের তালিকা করে জেলাতে পাঠানো হয়নি। ফলে এ ব্লকের কেউ তাদের প্রতিভা বিকাশ করতে পারলো না এবং দিল্লি যাওয়ার সুযোগ হারাল। তপশিলীদের বিভিন্ন খেলার খবর অজ্ঞাত। ১২-১০-৮৬ সাগরদীঘি বনাম রঘুনাথগঞ্জ-১ দলের ফুটবল খেলা কেউ জানে না। ফলে রঘুনাথগঞ্জ ওয়াকওভার পেল। এগুলো সবই এল, ডি, ও চেম্বারে মিটিং হয়েছিল, তার কপি অফিসে ফাইলবন্দী হয়ে আছে বিভিন্ন কাজের চাপে। অথচ সরকার খেলাধূলার জন্য সীমিত ক্ষমতার মধ্যে লড়াই করছে, আর এক শ্রেণীর ক্ষমতাশীল ব্যক্তি সেটাকে অন্ধকারে রেখে দিচ্ছে। কিন্তু কেন এরকম অবহেলা করা হচ্ছে এটাই প্রশ্ন? এসব জেনেও সরকার কেন নিশ্চুপ? খেলা-ধূলার কর্তারা কেন সাগরদীঘির অনুপস্থিতি দেখেও কৈফিয়ৎ করছেন না? ১৮-২৫ বছর বয়স পর্য্যন্ত যুবক স্বীকৃত হওয়ার পর কেন অধিকাংশ জনগণকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো হচ্ছে? সরকারী দলের কর্মীরা কেন এ ব্যাপারে ডেপুটেশন দিচ্ছেন না। মিছিল করছেন না? কেন সোচ্চার প্রতিবাদ নাই।

শচীন সাহা
বালিয়া

লোংরা রাজনীতির কবলে সেখালীপুর অঞ্চল

জঙ্গিপুর ঃ গত ১০ ডিসেম্বর আমাদের পত্রিকায় সেখালীপুর অঞ্চলের উপ-প্রধান নির্বাচনের ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার পর পরই সংবাদ পাওয়া গেল এবার কংগ্রেসী প্রধানকে তাড়াতে নাকি সক্রিয় হয়েছেন কংগ্রেসী সভ্যরা। শোনা যাচ্ছে, সি, পি, এম থেকে নাকি কংগ্রেস প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হবে। এবং সেই প্রস্তাব সমর্থন করবেন কংগ্রেসের সদস্যরাই। অবশ্য সব কিছুই চলছে গোপন অন্ধকারে। গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বের এই গোপন খবর পেয়ে কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা মহঃ সোহরাব ও এম, এল, এ হাবিবুর রহমান উভয়েই ছুটেছেন সেখালী-পুর। দফায় দফায় চলছে বৈঠক, আলোচনা। কিন্তু এখনও ফল কিছু হয়নি বলে জানা যায়। নেতারা আসন্ন নির্বাচনের প্রাক মুহূর্ত্তে এই দলাদলি বন্ধ করতে বিশেষ তৎপর হয়েছেন। কিন্তু স্থানীয় লোকের বক্তব্য, এই দ্বন্দ্ব বন্ধ হওয়া অসম্ভব। গদিকে কেন্দ্র করে লড়াই চলছে, গদি না পাওয়া পর্য্যন্ত লড়াই থামবে না বলে তাঁরা মনে করেন।

পুরস্কার বিতরণী উৎসব

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১৫ ডিসেম্বর শ্রীকান্তবাটী পি, এস, এস শিক্ষানিকেতনে পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কৃতি ছাত্রদের ৺শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, ৺হরিহর ঘোষাল, ৺গুরুপদ দত্ত, ৺গোবর্দ্ধনধারী চ্যাটার্জী, ৺অক্ষয়কুমার ঘোষ, ৺নরেন্দ্রনারায়ণ দাস, ৺গৌরীদাস পাল এবং ৺শরৎচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়।

National Thermal Power Corporation Ltd.

NTPC

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT
FARAKKA : MURSHIDABAD : WEST BENGAL

Tener No. FS : 42 (O&M) : Contract : 323/ Date :

Maintenance Planning Department O & M (Contracts)

Enlisment of Contractors for Workshop jobs of FSTPP.

Applications are invited from experienced contractors (Preferably local), who are capable of undertaking one or more of the following group of jobs.

1. Group A Machining jobs.
2. Group B Fabrication jobs.
3. Group C Casting jobs.
4. Group D Plastic jobs
5. Group E L. T. motor rewinding.
6. Group F H. T. motor rewinding.
7. Group G Dynamic balancing jobs.
8. Group H Remetalising jobs.
9. Group I Rebabiting jobs (for bearings)

Details :

1. Group—A

1. 1. All types of machining jobs involving one or more of the following operations-turning, boring, milling, shaping, drilling, threading, gear-cutting etc., etc.

1. 2 Materials may or may not be supplied.

1. 3 Drawings or sample will be provided.

2. Group—B

2, 1 Fabrication of jobs, fixtures, stands, covers and spare parts by cutting, welding and grinding of various sizes of angles, channels, plates and sheets.

2. 2 Materials will not be supplied normally.

2. 3 Drawings will be provided.

3. Group—C

3. 1 Casting of couplings, fans, impellers, motor and covers, motor terminal boxes and other spares.

3. 2 Materials normally required areiron, steel, brass, copper, bronze and aluminium.

3. 3 No material will be provided.

3. 4 Drawing or broken sample will be provided.

3. 5 Facilities for heat-treatment, and ultrasonic, dye-penetration and hardness testing are desirable.

4. Group—D

4. 1 Development and manufacture of miniature to big spares of electrically insulating nature e. g. gears. spacers, drive rods for electronic switches, post insulators, slot wedges for motors etc. jobs in which metallic parts are imbedded in plastic material, e. g. motor terminal block, are also involved.

4. 2 Materials normally required are-bakelite, nylon, teflon, glass-textolite, rubber etc.

4. 3 No material will be provided.

4. 4 Drawing or samples will be provided.

5. Group—E

5. 1 Rewinding of stator and rotor/armature of fractional HP to 250 HP, DC and AC single phase/three phase motors having supply voltages from 12V to 440V. Majority of jobs are AC three phase 440V squirrel cage induction motors.

5. 2 Dismantling and assembly may or may not be involved.

5. 3 No material will be supplied normally.

6, Group—F

6. 1 Partial or complete rewinding of 6. 6 kv three phase squirrel cage induction motors from 150 kw to 5000 kw having class B bitumen-mica-glass based coils or class F epoxy resin rich system coils.

6. 2 Spare coils will be provided.

6. 3 Slot-wedges, slot-liners, H-spacers, lacing materials and var mishes may or may not be provided.

Contd—2

6. 4 Facilities for making own coils, will be an added advantage.

7. Group—G

7. 1 Dynamic balancing of fans, impellers, rotors etc. having maximum length, diameter and weight of 2m, 3m and 5MT raspectively.

7. 2 Depending on job, both weight-removal and weight.addition methods are to be used.

7. 3 Weights of special configuration, whenever required will be fabricated by the contractor.

8. Group—H

8. 1 External and internal metalising on shafts, bearing journals, motor and covers, gears etc.

8. 2 Both welding and spray methods are to be used for building up material, depending on job.

8. 3 Tolerance of eccentricity 0.02mm.

8. 4 No material will be provided.

9. Group—I

9. 1 Gravity/centrifugal (preferrable) casting of babbit metal (IS grade 84, unless otherwise specified) in cast iron/cast steel shells of motor and turbogenerator bearings.

9. 2 Possession of ultrasonic and dye-penetration test facilities is a must.

9, 3 Machining drawings will be provided.

General :

The applicants must give the following details

1. Ownership details and adresses of office(s) and factory(s).
2. Registration no (s) and income-tax clearance certificate s.
3. Group (s) of job (s) for which the application is made.
4. If a contractor do not have capabilities for taking up complete range of jobs specified in a particular group, he should clearly spell out his limitations.
5. Detailed list of equipments and facilities available.
6. Type of job (s) normally undertaken.
7. Man-power employed.
8. Smallest and highest jobs attended so far.
9. List of reputed customers, preferably Government organisations.
10. Copies of work-orders from above customers.

Note :

1. After scrutinising the application NTPC may visit the factory to asses the capability of the contractor.
2. Selected contractors may be asked to deposit a standing earnest money with NTPC.
3. Selected contractors will get enquaries for suitable jobs, as and when the need arises.
4. The last date of receipt of application is fifteen days from the date of publication of this advertisement.

SUPDT. (O&M/MTP)

N.T.P.C./F S.T.P.P.

কংগ্রেসের পথসভা

মিঠিপুর, ১২ ডিসেম্বর : "সি, পি, এম কমরেডরা এখানে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে ডাইনী, স্বৈরাচারী, গণতন্ত্রহত্যাকারী ইত্যাদি বলে গালমন্দ দিতেন। এখন তাঁর মৃত্যুর পর সি, পি, এমের নেতা নাম্বুদ্রিপাদ, জ্যোতি বসু তাঁকে 'দেশপ্রেমিক' বলে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন। এই তো হচ্ছে সি, পি, এমের চরিত্র।" আজ মিঠিপুর বাজারে বিকেলে এক জনসভায় ব্লক কংগ্রেস নেতা অরবিন্দ সিংহ রায় একথা বলেন। ডি, আর, ডি, এ নিয়ে দলবাজী, গোর্খাল্যাণ্ড ইস্যুতে সি, পি, এমের রাজনীতি এসব নিয়েও বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদের সদস্য ফজলুর রহমান। পথসভায় উপস্থিতির হার নগণ্য ছিল।

হঠাৎ কংগ্রেসের পথসভা মানুষকে অবাক করে। কারণ ইদানীংকালে কংগ্রেসীরা নির্বাচন ছাড়া এ ধরনের সাংগঠনিক প্রচারে অভ্যস্ত নয়।

ছাত্রছাত্রীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সাগরদীঘি : গত ১ ডিসেম্বর সাগরদীঘি এস, এন, উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬৩টি প্রাঃ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সাগরদীঘি চক্রের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় ২১২ জন ছাত্রছাত্রী যোগ দেয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সাগরদীঘি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অজিত মুখোপাধ্যায়। বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার দিয়ে সম্বর্ধিত করা হয়।

ডাক মাশুল বাড়ছে, অব্যবস্থাও চরমে

রঘুনাথগঞ্জ : কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পোষ্ট কার্ড ছাড়া সকল ডাক সামগ্রীর মাশুল আগামী ১ জানুয়ারী, ১৯৮৭ থেকে বাড়বে। খামের দাম হবে ৭৫ পয়সা, ইনল্যাণ্ড লেটার ৫০ পয়সা এবং বুক পোষ্ট এমন কি সংবাদপত্র প্রেরণের মাশুলও ৫ পয়সার স্থলে ১৫ পয়সা বাড়ানো হবে। বাড়ানো হবে টেলিগ্রাম, টেলিফোনের সকল প্রকার চার্জ। সাধারণ মানুষ যখন প্রশ্ন, সরকার মাশুল বাড়াচ্ছেন কিন্তু চিঠিপত্র আসা যাওয়া, কিংবা টেলিগ্রাম পৌছানোর সময় কমছে কই? এ গাফিলতি কি শুধু কর্মীদের না সরকারী ব্যবস্থাও বহুলাংশে এর জন্য দায়ী? এ ব্যাপারে ডাক ও তার বিভাগের অনেক কর্মী জানান—বেশ কয়েক বছর ধরে এ বিভাগে বিভাগীয় শূন্যপদগুলি পূরণ করা হচ্ছে না। এমন কি নতুন পদ সৃষ্টি হলেও তা শূন্য রাখা হচ্ছে। কয়েক দিন আগে আসা এক সরকারী নির্দেশেও নাকি বলা হয়েছে—অবিভাগীয় পদগুলি (ই, ডি,) কোন কারণে খালি হলে তা যেন আর পূরণ করা না হয়। এইভাবে বছর বছর কর্মী সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় জরুরী কাজেও ধীরগতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। জনসাধারণের ক্ষোভ বাড়ছে। জনসাধারণের এই ক্ষোভকে কর্মীদের প্রতি সুকৌশলে পরিচালিত করে কেন্দ্রীয় সরকার ডাকতার বিভাগেও কম্পুটার বসাবার চেষ্টা করছেন। তিনি আরও জানান—সরকারী নীতি নাকি আরোও শক্ত হাতে সুকৌশলে ডাক ব্যবস্থার সংকোচনে চেষ্টিত এ অভিযোগও উঠেছে। গ্রামের ডাকঘরগুলিতে যাতে স্বল্প সঞ্চয়ে আমানত কম হয়ে শহরে আমানত বাড়ে তার চেষ্টায় সরকার গ্রামের ডাকঘরে নতুন পাশ বই খোলার রসিদ বই প্রায় ৬/৭ মাস থেকে সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছেন। এমনকি টাকা তোলার ফর্মের সরবরাহও গ্রাম্য ডাকঘরগুলিতে প্রায় বন্ধ রয়েছে। ফলে গ্রামের মানুষ বাধ্য হয়ে শহরমুখী হচ্ছে স্বল্প সঞ্চয়ে আমানতের স্বার্থে। কর্মী ভদ্রলোক ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন—এরপর সরকার লাভলোকসানের হিসাব কষে বলতে পারবেন গ্রামের ডাকঘরগুলিতে কাজ হচ্ছে না, অতএব ওগুলি বন্ধ করে দেওয়া হোক। এই ভাবেই সুকৌশলে সংকোচন নীতি কার্যকরী করবেন সরকার। ভবিষ্যতে ডাক-তার টেলিফোন ব্যবস্থায় লোকসান বেশী দেখিয়ে এগুলিকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেবার অপচেষ্টাও যে হবে না তা বলা যায় না। জনসাধারণও হয়তো তিতিবিরক্ত হয়ে তা সমর্থন করবে। কিন্তু এতে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কাই বেশী।

প্রয়াত কর্মীদের উত্তরাধিকারীর চাকরীর দাবীতে অনশন

ফরাক্কা : গত ২০ নভেম্বর ফরাক্কা ব্যারেজ কর্মী ইউনিয়নগুলির প্রতিনিধিরা জি, এম অফিসের সামনে আমরণ অনশনে বসেন। তাঁরা জানান, ব্যারেজ প্রকল্পের প্রয়াত কর্মীদের পরিবার থেকে অন্ততঃ একজনের চাকরী পাওয়ার যে আইন রয়েছে সে আইন মোতাবেক আজ পর্যন্ত কারো চাকরী না হওয়ার প্রতিবাদেই এই অনশন। এর পূর্বে তাঁরা বেশ কিছুদিন যাবৎ বিলে অনশন করে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাদের দাবীর প্রতি কর্ণপাত করছেন না। যাই হোক শেষতক কর্তৃপক নরম হয়েছেন বলে জানা গেল। এবং চিঠি দিয়ে ইউনিয়নের কর্মকর্তা পরিষদকে জানানো হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ঐ সমস্ত দাবীদারদের চাকরী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এই আশ্বাসে অনশন প্রত্যাহৃত হয়। আন্দোলনকারীরা স্থির করেছেন ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে যদি প্রতিশ্রুতি রক্ষিত না হয় তবে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবেন।

ওজনে কম পাওয়ার অভিযোগ

জঙ্গিপুর : গত ৩ ডিসেম্বর অনেক রেশন ডিলার আমাদের প্রতিনিধিকে ক্ষোভের সাথে জানান, তাঁরা রেশনে বিলি করার জন্য যে চিনি ও গম পান তাতে প্রায়ই ওজনে কম থাকছে। এ ব্যাপারে জঙ্গিপুর মহকুমা রেশন ডিলারস্ এ্যাসোসিয়েশন কনট্রোলার অফ ফুড এণ্ড সাপ্লাই এর কাছে এক লিখিত অভিযোগ পাঠিয়েছেন। তাঁরা আরোও অভিযোগ করেন, কেরোসিনের ক্ষেত্রেও তাঁরা এজেন্টদের কাছে ঠিকমত মাপ পাচ্ছেন না। ফলে তাঁদের সর্টেজ খুব বেশি হচ্ছে এবং তাঁরা অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

West Bengal Govt.

ADVERTISEMENT

Applications for house building loan will be received upto the 19th February, 1987 from the members of the public, who do not own any house/flat either in their own name or in the name of their wife/husband of minor children, for grant of loan by the Housing Department under the following two schemes :

i) Low Income Group Housing Scheme— (Highest amount of loan admissible Rs. 23,500/-). For people with annual income between Rs. 8,401/- and Rs. 18,000/-.

ii) Middle Income Group Housing Scheme (Highest amount of loan admissible Rs. 40,000/- For people with annual income between Rs. 18,001/- and Rs. 30,000/-.

Preseribed form for application may be obtained on and from 20th December, 1986 on production of crossed postal order for Rs. 5/- (Rupees Five) only payable in Calcutta drawn in favour of Assistant Secretary, Housing Department, Government of West Bengal, either personally or by sending a self addressed 12″×5″ size envelope with stamp of Re 1/- (Rupee One) only and crossed postal order for Rs. 5/- (Rupees Five) only payable in Calcutta drawn in favour of Assistant Secretary, Housing Department, Government of West Bengal, from the Secretariat office of the Housing Department, New Secretariat Buildings, Ist Floor, Block-A, Calcutta-1 Request for supply of application form by post must reach the office of the Housing Department by 20th January, 1987 at the latest. Forms will be supplied on working days from 11-30 A.M. th 2-00 P.M. and 3 00 P.M. to 4 00 P M. loan will be sanctioned as per rules according to provision of funds and as such receiving of applications is no assurance for sanction of loan. Incomplete applications will not be entertained/considered. The last day of sale of application forms is 10th February. 1987.

LAST DATE FOR RECEIVING REQUESTS FOR POSTAL SUPPLY OF APPLICATION FORMS,..... ...20TH JANUARY, 1987.
LAST DATE OF SALE OF APPLICATION FORMS...
10TH FEBRUARY, 1987.
LAST DATE OF RECEIPT OF FILLED IN APPLICATION FORMS
19TH FEBRUARY, 1987.

Memo No. 1129 (5) Inf. M/Advt. Date 12-12-86

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন জঙ্গি: ১০৭, রঘু ২৭

প্রস্তুতি নেওয়া দরকার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে ২·৫০ কোটি টাকা। সাধারণ মানুষের ধারণা জি, এম সঠিকভাবে পর্য্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট করলে ঐ টাকার পরিমাণ বাড়ানো অসম্ভব হবে না। এই প্রসঙ্গে গ্রামবাসীরা কালিয়াচকের ভুতনীদিয়ারের কথা তোলেন। তাঁদের অভিযোগ, ভুতনীদিয়ারের ভাঙনরোধে গনিখান চৌধুরীর প্রচেষ্টায় নাকি বাইশ কোটি টাকার কাজ হয়। অথচ পদ্মার সর্বনাশা ভাঙনের দিকে সরকারী নজর তেমন পড়ছে না। ভুক্তভোগী গ্রামবাসীরা আরোও অভিযোগ করেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে বছরের পর বছর অবহেলা করে আসছেন। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা এমন ভয়াবহ হয়ে উঠেছে যে আর গাফিলতি করলে পদ্মার সর্বনাশা গ্রাস থেকে কোন গ্রামকেই রক্ষা করা যাবে না। তখন কোটি কোটি টাকাও কোন কাজে লাগবে না।

ধান কেটে নেওয়া হল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিজেদের বৈধ জমিতে ধান চাষ করার পর তারা ধান কাটতে গিয়ে বাধার সামনে পড়েন। পাট্টাধারীরা বলে ঐ জমি তাদের, তারা চাষ করেছে, ধানও কাটবে। খবর পাওয়া গেল বেআইনী পাট্টা প্রাপকরা ধান কেটে নিচ্ছে। গত ২৬ নভেম্বর এ, ডি, এম, এল, আর অনিলদের আবেদন মত সাগরদীঘি থানাকে ব্যবস্থা নিতে বলেন। এমনকি এস, ডি, ও জঙ্গিপুরও এক নির্দেশে সাগরদীঘির ওসিকে প্রভাত-অনিলদের অনুকূলে পুলিশী সাহায্য দিতে বলেন। কিন্তু সাগরদীঘি থানা রহস্যজনকভাবে নীরব থাকে। সেই সুযোগে জমির ধান কেটে লুটপাট করে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

পাতালে ডুবছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বহন করা অবস্থাপন্নদের পক্ষে সম্ভব হলেও গরীব রোগীর পক্ষে সবক্ষেত্রে সম্ভব হচ্ছে না। এর উপর শোনা যাচ্ছে দীর্ঘদিন যাবৎ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গাড়ীর তেলের বিল না মিটানোয় ডিলাররা ধারে তেল দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। অন্যদিকে ওষুধপত্রের এমন অবস্থা যে এপিডেমিক গ্যাসট্রোএনট্রাইটিস রোগীরাও বিনা ওষুধে, বিনা স্যালাইনে মৃত্যুর দিন গুণছেন, না হয় রোগীর আত্মীয়স্বজনকে ধারদেনা করে বাজার থেকে ওষুধ, স্যালাইন কিনে দিতে হচ্ছে। শীতকালেও হাসপাতালে কোন এ্যান্টিবায়োটিক নাই। এস, ডি, এম, ও বার বার ইনডেন্ট করেও কোন সাপ্লাই পাচ্ছেন না। লোকাল মার্কেট থেকে দৈনিক ১০০ টাকার ওষুধ তিনি কিনতে পারেন, কিন্তু এত বড় হাসপাতালের পক্ষে সেটা অতি নগণ্য। জনৈকা সিষ্টার জানালেন—তাঁরা নিরুপায়। ষ্টেরিলাইজার মেসিনের অবস্থা, লাইজল বা অন্যান্য ওষুধপত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা বার বার জানিয়েও কোন ফল হয়নি।

কেলেঙ্কারী কাণ্ড

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভেঙ্গে ফেলায় উৎসব ময়দান অন্ধকার হয়ে পড়ে। পুলিশ তৎপর থাকায় মহিলাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়নি। কিছু দর্শক কয়েক শো চেয়ার, মাইক ও প্যাণ্ডেলের কিছু টীন নিয়ে পালিয়ে যায়। এই রকম কেলেঙ্কারী রঘুনাথগঞ্জে আর কখনও হয়নি বলে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী মন্তব্য করেন। তাঁদের অভিযোগ, অবস্থা যখন ঘোরালো হয়ে উঠে তখন পুলিশকে সাহায্য করতে দেখা গেলেও কর্মকর্তাদের কাউকে পাওয়া যায়নি। কিছু বিক্ষুব্ধ দর্শক উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে গিয়ে ফাঁসিতলায় ক্লাবের অফিস ঘরটিও ভাঙচুর করে বলে জানা যায়। উল্লেখ্য, এই ক্লাবটি 'ডায়মণ্ড ক্লাব' ভেঙ্গে ক'মাস আগে জন্মলাভ করে। জানা যায় পুরসভার নির্বাচনে পরমেশ পাণ্ডেকে সমর্থন করা নিয়ে উক্ত ক্লাবের পরিচালক মণ্ডলীর মধ্যে মত পার্থক্যকে কেন্দ্র করেই স্পোর্টিং ক্লাবের জন্ম হয়। নূতন ক্লাবের অর্থ সংস্থানের প্রচেষ্টায় তাঁরা 'মান্না দে নাইট' এর পরিকল্পনা নেন। শহরের সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষদের দাবী—এই ঘটনার পূর্ণ তদন্ত করা হোক। এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের অনুষ্ঠানের প্রচার করে মানুষকে প্রতারিত না করা হয় সে ব্যাপারে প্রশাসন যেন তৎপর হয়।

চালু আইসক্রীম

ফ্যাক্টরী বিক্রয়

ফরাক্কা নিউ মার্কেটে একটি চালু আইসক্রীম ফ্যাক্টরী বিক্রয় আছে। নিম্নে যোগাযোগ করুন।

শিশিরকুমার সাহা

বিনয়শঙ্কর রোড

পোঃ ও জেলা মালদা

রঘুনাথগঞ্জ

বাস্তু জমি বিক্রয়

হাসপাতাল হইতে ষ্টেট ব্যাঙ্কের পথে পাঁচ রাস্তার ধারে ১০ শতক বসত জমি সত্বর বিক্রয়। যোগাযোগ করুন।

১) অধ্যাপক অনিল চৌধুরি
রঘুনাথগঞ্জ।

২) অধ্যাপক অনুপ ঘোষাল
মির্জাপুর।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীন ৫নং ওয়ার্ডভুক্ত ৩৫৮নং হোল্ডিং-এ আমার 'জনতা কৃষি ভাণ্ডার' নামীয় যে কীটনাশক ও সারের দোকান রহিয়াছে তাহা আমি অপর ব্যক্তি মহিউল ইসলামের সহিত পার্টনার হিসাবে কিছুকাল চালাইলে এবং সেই মর্মে গত ইং ১-৪-৮৫ তারিখে উভয়ে একখানি পার্টনারশিপ দলিলও করিয়াছিলাম। আজ হইতে অনুমান ৬ মাস পূর্বে আমার সহিত উক্ত ব্যবসায় তাহার সকল প্রকার সংশ্রব ও সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে। সেও আমার সহিত ব্যবসাগত সম্পর্ক ত্যাগ করতঃ এবং উক্ত ব্যবসা বাবদ সকল পাওনা বুঝিয়া পৃথক দোকান খুলিয়াছে। অত্র ব্যবসার সহিত সে আর কোনভাবেই জড়িত নহে। কার্যতঃ গত ইং ১-৪-৮৫ তারিখে উভয়পক্ষে সম্পাদিত পার্টনারশিপ দলিলখানি আইনতঃ বাতিল হইয়াছে। ইতি—

১৭-১২-৮৬ নজমুল হক

যৌতুকে VIP

সকল অনুষ্ঠানে VIP

ভ্রমণেরসাথী VIP

এর জুড়ি কি আর আছে!

সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের

VIP সেন্টারে

এজেণ্ট

প্রভাত ষ্টোর দুলুর দোকান

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।